বন্যার উন্নতি হলেও ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ, জলবন্দি অসংখ্য

বন্যাদুর্গত আরামবাগ মহকুমায় ত্রাণ নিয়ে হুগলি জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী।

আরামবাগে জলমগ্ন বাড়ি।

বন্যার পর পুরশুড়ার ধ্বংস চিত্র।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমার বন্যা পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। রূপনারায়ণ, দামোদর ও মুন্ডেশ্বরীর জলের স্রোত অনেকটাই কমেছে। বিপদসীমার নিচের দিকেই বইছে। দ্বারকেশ্বর নদের জলও একেবারেই কমে গেছে। কিন্তু জল কমার সঙ্গে সঙ্গে বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। এদিকে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, অন্যদিকে নেটওয়ার্ক না থাকায় বেশিরভাগ এলাকাতে এদিনও মোবাইল পরিষেবা বন্ধ ছিল। ফলে দুর্গত এলাকার মানুষজনকে চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। ডিভিসির ছাড়া জলে বিভিন্ন এলাকায় নদীবাঁধ ভেঙে এখনও বহু জায়গা জলমগ্ন রয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর দিয়ে এখনও স্রোত বইছে। আরামবাগ-কোলকাতা ২নং রাজ্য সড়কে যান চলাচল শুরু হলেও ছোট গাড়ি যাতায়াত এখনও সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া মহকুমার অন্যান্য রাস্তাতেই যান চলাচল বন্ধ। কোথাও রাস্তায় জল ওঠার জন্য বা কোথাও বা জলের তোড়ে রাস্তা ভেঙে যাওয়ার ফলে। এদিকে জল কমতেই ধ্বংসের চেহারা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠছে। বহু মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। পাকা বাড়ি হেলে গেছে। স্রোতের মুখের বাড়িগুলি একেবারে উল্টে দিয়েছে। এখানে ওখানে উল্টে পড়ে রয়েছে যানবাহনও। গবাদি পশুর মৃতদেহও বহু জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিনই প্রায় জলে তলিয়ে যাওয়া মানুষজনের মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে। শনিবার দুপুরে খানাকুলের বলপাইয়ের এক বাসিন্দা হাওড়া থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। তিনি জুয়েলারির কাজ করেন। হাওড়া থেকে জয়পুর পর্যন্ত প্রথমে ট্রেন ও পরে বাসে করে পৌঁছে ছিলেন। কিন্তু তারপর জলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। জানা গেছে, পলাশপাইয়ের কাছে জলের স্রোতে তিনি ভেসে যান। তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। এদিকে আরও চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এই মহকুমায়। শনিবার বিকালে কলার ভেলায় চড়ে খানাকুলের বালিপুরের পূর্ব রাধানগর গ্রামের চার মহিলা পাশের গ্রাম থেকে জল আনতে যাচ্ছিলেন। তখন ওই ভেলাটি উল্টে গেলে চারজনেই জলে পড়ে যান। দুই মহিলা সাঁতার কেটে জল থেকে উঠতে পারলেও বাকি দুজন তলিয়ে যান। পরে এনডিআরএফ-এর একটি দল চম্পা দাসের (২৭) মৃতদেহ উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে পরে উদ্ধার হয় পিয়ালী দাস (১৭)। কিন্তু তাঁকে উদয়নারায়ণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়াও শনিবার সকালে খানাকুলের সেকেন্দারপুরের বাসিন্দা খাঁদু বাগ (৪০)-এর মৃতদেহ আটঘরা মেলাতলার কাছে উদ্ধার হয়। জানা গেছে, তিনি জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়াও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে খানাকুলের পূর্ব ঠাকুরানীচকের বাসিন্দা সঞ্জয় পালের (২৬)। এদিকে খানাকুলের কিছু কিছু জলবন্দি এলাকার মানুষদের অভিযোগ, তাঁরা একেবারেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাস করছেন। এর আগে বন্যার সময় প্রশাসন ও শাসক দলের পক্ষ থেকে নৌকায় করে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হতো। কিন্তু এবার সে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে তাঁদেরকে অর্ধভুক্ত হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। পুরশুড়ার আলাটি এলাকার সনাতন পরামানিক, হারাধন খাঁড়া, তুফান দাস, পূর্ণিমা দাস প্রমুখরা জানালেন, তাঁদের মাটির বাড়ি ধসে পড়েছে, পাকাবাড়িতে ফাটল ধরেছে। ফলে অন্য লোকের বাড়িতে কোনওরকমে আশ্রয় নিয়ে আছেন। এখনও বাড়ির চারদিকে জলমগ্ন। সেখানে পৌঁছাতেই পারছেন না। যা চাল, আলু মজুত ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। কিভাবে চলবে বুঝতে পারছেন না। রবিবার এক কোমড় জল পার হয়ে তাঁরা পাশের রসুলপুর গ্রামে রেশন তুলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জলের স্রোতের মধ্যেও বিপদের আশঙ্কা। যদিও এছাড়াও তাঁদের আর কোনও উপায় নেই। পুরশুড়া, খানাকুল এবং আরামবাগ ও গোঘাটের একাংশে এখনও জল জমে আছে। বহু মানুষ ত্রাণ শিবিরে দিন কাটাচ্ছেন।

কবে অবস্থা স্বাভাবিক হবে কেউ তাঁরা বুঝতে পারছেন না। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ত্রাণের কোনও অভাব নেই। প্রতিটি ত্রাণ শিবির ও দুর্গত গ্রামগুলিতে পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ভারত সেবাশ্রম ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও এই মহকুমায় ত্রাণের কাজে নেমেছে। এদিকে রবিবার সকালে নতুন করে বৃষ্টি হওয়ায় আবার আতঙ্ক ছড়ায়। রবিবার মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত পুরশুড়া ও গোঘাটের বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন।

পরে এবিষয়ে মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বলেন, মহকুমায় বন্যা পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আরামবাগ, গোঘাট ও পুরশুড়ায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানাকুলের কয়েকটি জায়গায় ত্রাণ বিলি নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে হুগলি জেলা শাসককে আমি অনুরোধ করেছি সোমবার সকালের মধ্যে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী বন্যা দুর্গতদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা যেন করা হয়।

৫৬ কিমি নদী পথ, ১২ ঘন্টা ভেসে প্রাণে বাঁচলেন বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ কথায় বলে ‘রাখে হরি তো মারে কে’। আর তেমন ঘটনাই ঘটল বর্ধমানের সেহারাবাজারে ৬১ বছরের বৃদ্ধা তপতী চৌধুরীর ক্ষেত্রে। বন্যার প্রকোপে তিনি নদীতে ভেসে গেলেও রীতিমতো ১২ ঘন্টা লড়াই করে ৫৬ কিমি জলে ভেসে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন। আর এরপর তাঁকে দেখার জন্য দলে দলে মানুষ ছুটে গেলেন পুরশুড়ার ভাঙামোড়া পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, তপতীদেবী শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বর্ধমান শহর সংলগ্ন সদরঘাট এলাকার দামোদরের জলে তিনি হাত মুখ ধুতে গিয়েছিলেন। তখনই তিনি অসতর্কতাবশত দামোদরের জলে পড়ে যান। তারপর আর তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। এরপর রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ পুরশুড়ার মারকুণ্ডার কাছে তাঁকে মুন্ডেশ্বরী নদীতে ভেসে যেতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। সেখানে থাকা কিছু সিভিক ভলেনটিয়ার ও এলাকার মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বোটে করে তপতীদেবীকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ভাঙামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, প্রাক্তন বিধায়ক পারভেজ রহমান, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন সামুই প্রমুখ। তাঁরা তপতীদেবীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এরপর তাঁর বাড়িতে খবর দেন। তপতীদেবী জানান, তিনি ছেলেবেলা থেকেই সাঁতার জানতেন। আর সেই সাঁতার কাজে লাগিয়ে প্রবল স্রোতের মধ্যেও ভেসে থাকার চেষ্টা করেছেন। কোথাও ঝোপঝাড় পেলেই তা আটকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তারপর স্রোতে আবার ভেসে গেছেন। এইভাবে চলতে চলতে বেগোর মুখের কাছে যেখানে দামোদর ভাগ হয়ে মুন্ডেশ্বরী তৈরি করেছে সেখানে দামোদরের পরিবর্তে মুন্ডেশ্বরী নদীতে ঢুকে যান। দামোদরের তুলনায় মুন্ডেশ্বরীর স্রোত কিছুটা কম থাকায় তিনি কিছুটা হলেও লড়াই করার ক্ষমতা ফিরে যান। এরপর সকাল হয়ে যায়। মারকুণ্ডার কাছে স্থানীয় মানুষ দেখতে পেয়ে আমাকে উদ্ধার করেন। ওনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ওনারা আমাকে পুনর্জীবন দিলেন। জানা গেছে, বাড়িতে তাঁর স্বামী ছাড়াও দুই ছেলে ও নাতি নাতনিরা রয়েছেন।

বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার ও বিধায়ক মানস মজুমদার। এদিন দুপুরে তিনি গোঘাট ১নং ব্লকে আসেন। কিভাবে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিত মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। গোঘাটে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিডিও অসিতবরণ ঘোষ, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালকান্তি আলু, সহসভাপতি মনোরঞ্জন পাল, জেলা পরিষদের সদস্য নারায়ণ পাঁজা, তৃণমূল যুব নেতা প্রদীপ রায় প্রমুখ।

এদিন মন্ত্রী গোঘাটের শাওড়া, কোটা, পাবা ইত্যাদি এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিডিওর কাছ থেকে খোঁজ খবর নেন। যাতে দুর্গত মানুষদের কাছে ঠিক ঠিক ভাবে ত্রাণ পৌঁছায় সেদিকে নজর দিতে বলেন। এছাড়াও জরুরি ভিত্তিতে কালীপুর থেকে বালি রাস্তা মেরামতের নির্দেশ দেন। এছাড়াও মেডিকেল টিম যাতে সজাগ থেকে সেদিনও দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাঁধ ভেঙে হুগলির আরামবাগ শহর প্লাবিত হওয়ার ঘটনায় আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তরকে স্মারকলিপি জমা দিল ভারতীয় জনতা পার্টির আরামবাগ পৌরমণ্ডল। তাঁরা এই স্মারকলিপির মাধ্যমে বাঁধ ভাঙার কারণ জানতে চেয়েছেন। এছাড়াও বাঁধ সংস্কারের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তাও জানার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী দিনে যাতে এরকম কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে সে ব্যাপারেও তাঁদেরকে ওয়াকিবহাল করতে বলেছেন।

বন্যার প্রভাব শ্রাবণী মেলাতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বন্যার প্রভাব এবার হুগলির তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলাতে। মেলার আর মাত্র ৮দিন বাকি। অথচ এখন জাঁকজমকহীন ভাবেই মেলা চলছে। ব্যবসাদারদের দাবি, হঠাৎ করে বৃষ্টি এবং বন্যার জন্যই এই অবস্থা। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রাবণ মাস বাবা তারকনাথের জন্ম মাস হিসাবেই গণ্য হয়ে আসছে। তাই এ রাজ্য ছাড়াও বাইরের রাজ্য থেকেও বহু মানুষ এখানে ভিড় করেন। এ রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, নদীয়া, কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনার ভক্তরা এখানে দলে দলে হাজির হন। কিন্তু এখন দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাই জলমগ্ন। তাই তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায় কোনও জাঁকজমকই এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ব্যবসাদাররা জানাচ্ছেন, এরফলে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল। ঘরভাড়া নিয়ে ব্যবসার জন্য মালপত্র তুলেছিলাম। মেলার যা অবস্থা তাতে সকলেরই মাথায় হাত। যেখানে বৈদ্যপুর চৌমাথা থেকে থানা পর্যন্ত যেতে আধঘন্টা যেত সময় লাগত সেখানে ৫মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে। শুধু মন্দির এলাকায় কিছুটা ভিড় চোখে পড়ছে। পুরহিতারাও জানান, বন্যার প্রকোপ তো রয়েছে। কিন্তু তারকেশ্বর শহরে কোথাও জল নেই। তাই তাঁরা রাজ্যবাসীর কাছে এই মেলায় যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

অগ্নিদগ্ধ বাবা, মা ও ছেলে ঃ মৃত মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ অগ্নিদগ্ধ হলেন একই পরিবারের তিনজন। বাবা, মা ও ছেলে। এই ঘটনায় মৃত্যুর হয়েছে মায়ের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ছেলে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের রামানন্দপুর গ্রামে। অগ্নিদগ্ধ তিনজন হলেন হায়াত আলি শেখ, রেজিনা বেগম ও তাঁদের পাঁচ বছরের ছেলে সামিম। জানা গেছে, হায়াত গ্রামে গ্রামে কাওয়ালী গান গেয়ে সংসার চালাতেন। প্রতিবেশিরা জানান, প্রতিদিনের মতো এদিনও রাতে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলেন। রাত ১টা নাগাদ তাঁরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য আর্ত চিৎকার শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বাড়ির বাইরে এসে দেখেন হায়াতের বাড়িতে আগুন জ্বলছে। বাইরে তিনজনই অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তা দেখে প্রতিবেশিরা বালতি করে জল এনে ওই তিনজনের গায়ের আগুন নেভান। এরপর একটি মারুতি ভ্যানে করে তাঁদের তিনজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার সকালে মৃত্যু হয় রেজিনার (২৩)। অন্যদিকে সামিমের অবস্থাও খুবই সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। তবে কিভাবে আগুন লাগল তা বোঝা যাচ্ছে না বলে প্রতিবেশিরা জানিয়েছেন। কারণ ওই বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগও নেই। তবে হয়তো লম্ফ বা লণ্ঠন উল্টে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে তাঁদের অনুমান। আবার কারও কারও মতে এটি পারিবারিক অশান্তির ফলশ্রুতিও হতে পারে।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

Moldarin — Your new horizon of investment
LFS
The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা !
শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL,Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক
সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং
আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়,
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায় ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017